রাতের আধারে খাবার পৌছে দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

ভেড়ামারায় খাদ্য সামগ্রী পেলো ইজিবাইক চালকরা

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া পাখিভ্যান,অটোরিকশা, সিএনজি ও অটোমেকানিক শ্রমিক মোট ৬০০ জনকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে ভেড়ামারা উপজেলা মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম স্বপন, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান হাজী আখতারুজ্জামান মিঠু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ জানান, করোনাভাইরাসে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম পাখিভ্যান,অটোরিকশা, সিএনজি ও অটোমেকানিক শ্রমিক। এদের তালিকা করে মোট ৬শ জনের প্রত্যেককে চাউল ও কাঁচাবাজার প্রদান করা হয়।

তিনি জানান, উপজেলায় এসব চালক শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে সহায়তা করেছেন কুষ্টিয়া-২ আসনের মাননীয় সংসদ হাসানুল হক ইনু, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌর মেয়রের ব্যক্তিগত তহবিল ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৬ শ জনের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে : হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে। এই কমিটি কর্মহীন মানুষ যাদের ত্রাণ সহায়তা দরকার তাদের তালিকা করে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে। সারাদেশব্যাপী সমাজের সকল কর্মহীন মানুষের মাঝে এটা অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া আড়াইশ’ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার পলিমার্স চেইন রিএকশান (পিসিআর) ল্যাব উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের ফলে নতুন করে কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা (টেষ্ট) শুরু হলো।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ

তাপস কুমার সরকার জানান, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের কয়েক জেলার রোগীরা এখানে এসে নমুনা সংগ্রহ ও করোনা শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা নিবে। তবে ফলাফল ঘোষনা হবে আইইডিসিআর থেকে।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভির আরাফাত ও সিভিল সার্জন ডাঃ এ এইচ আনোয়ারুল ইসলামসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১০০ আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে কোন আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর নেই এখানে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি।

মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন

ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

মেহেরপুরে ত্রাণের দাবিতে বন্দরবাসী

মেহেরপুর সদর উপজেলা বন্দর গ্রামে ত্রানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন কর্মহীন মানুষরা।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বন্দর গ্রামের প্রায় অর্ধশত মানুষ খাদ্য সহায়তার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে।

এ সময় গ্রামবাসীরা ত্রান বিতরনে অনিয়মের অভিযোগ করেন।

তারা আরও জানায় ঘরে ঘরে সরকারী ত্রান পৌছানোর কথা থাকলেও তাদের কাছে খোজও নিচ্ছে না।

তাদের পরিবারে যে টুকু খাবার সংগ্রহ করা ছিলো এখন তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এতে করে তো করোনার আগেই না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

পেটে যদি খুধা থাকে তবে করোনাকে ভয় করে কি করবো।

আর কই দিন পরে তো বৌ বাচ্চা কে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে।

করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দেশে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সর্বমোট ৬০ জনের মৃত্যু হলো কোভিড-১৯ রোগে।

বৃহস্পতিবার বিকালে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সরাসরি অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে..